যুগান্তর

তারিখ 28 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ঢাবির ৪২৫ কোটি ৫০ লাখ টাকার বাজেট

টিউশন ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব, গবেষণায় বরাদ্দ ১ শতাংশ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

২০১৫-১৬ অর্থবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪২৫ কোটি ৫০ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। এতে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির সংখ্যা বাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে এ বছরও বাড়ছে না গবেষণা খাতে বরাদ্দ। ৪২৫ কোটি ৫০ লাখ টাকার বাজেটে গবেষণা খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র ৪ কোটি ৫০ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। যা অনুন্নয়ন বাজেটের মাত্র ১ শতাংশ। এছাড়া চলতি অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় ৩২ কোটি টাকা থাকলেও এবার তা বাড়িয়ে ৩৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

শনিবার বেলা ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে নতুন অর্থবছরের এ বাজেট ঘোষণা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দীন। সিনেটের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অধিবেশনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন— প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইনসহ সিনেট সদস্যরা।

এর আগে ১১ জুন ফিন্যান্স কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৬ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এক সভায় এটি চূড়ান্ত হয়। গেল অর্থবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ছিল ৩৭৩ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। আর ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাজেটের পরিমাণ ছিল ৩১৪ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। বাজেট বক্তৃতায় কোষাধ্যক্ষ বলেন, সিঙ্গাপুরসহ বিশ্বের অনেক দেশে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম কারণ হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রচুর সরকারি বিনিয়োগ।

বাজেট : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

বাজেট : ঢাবির

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এ ব্যয় হ্রাসের পক্ষে মত দিচ্ছেন। সম্প্রতি বেতন কমিশন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বাবলম্বী হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। এ ধরনের চিন্তা-চেতনা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপক চ্যালেঞ্জের মধ্যে ছুড়ে দেবে। বিশাল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে যদি শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে বিশাল বিনিয়োগ থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না। এসব দিক বিবেচনায় টিউশন ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব রেখে বাজেটে বলা হয়, উন্নয়নশীল এ দেশের দরিদ্রদের পরোক্ষ করের টাকায় ধনীদের সন্তানদেরও প্রায় বিনামূল্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ প্রদান অযৌক্তিক। Subsidized higher education-এর সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া প্রায় সব ছাত্রছাত্রী যেখানে মাসিক ৩০০-৪০০ টাকার মোবাইল ফোনের বিল পরিশোধ করে, সেখানে ৩০-৪০ টাকার টিউশন ফি কতটা যৌক্তিক ভেবে দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তবে মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তির সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। উন্নত দেশের মতো শুধু বৃত্তি না দিয়ে 'শিক্ষা ঋণ' চালু করা উচিত। এ বছর ৪২৫ কোটি ৫০ লাখ টাকার নতুন বাজেটে গবেষণা খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র ৪ কোটি ৫০ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। যা অনুন্নয়ন বাজেটের মাত্র ১ শতাংশ। প্রতিবছর বাজেটের আকার বাড়লেও তুলনামূলকভাবে বাড়ছে না গবেষণা খাতে বরাদ্দ। গত ২ বছরের গবেষণা খাতে বরাদ্দ বিশ্লেষণে দেখা গেছে— ২০১৩-১৪ অর্থবছরে গবেষণা খাতে বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৭২ লাখ টাকা। যা চলতি অর্থবছরে কিছুটা বেড়ে দাঁড়ায় ৩ কোটি ১০ হাজার টাকা। কয়েক বছর ধরে কেন্দ্রীয় বাজেট বৃদ্ধির ফলে গবেষণায় বাজেটের অংক বড় হলেও তুলনামূলকভাবে গবেষণায় বরাদ্দ বাড়ছে না।

বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ নিজস্ব আয় ধরা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়ছে ৭ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় ধরা হয়েছিল ৩২ কোটি টাকা। এবার ৭ কোটি টাকা বাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় ধরা হয়েছে ৩৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেতন-ভাতা বাবদ নেয়া হবে ১৪ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। যা গত বছর ছিল ১৪ কোটি ৩৫ লাখ টাকা।

বেতন-ভাতা বাবদ ব্যয় : ৪২৫ কোটি ৫০ লাখ টাকার বাজেটের বড় একটি অংশ ব্যয় হবে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা, পেনশনসহ বিভিন্ন খাতে। এ বছর ২৫০ কোটি ৫৩ লাখ টাকা বেতন-ভাতা বাবদ ব্যয় হবে, যা মোট বাজেটের ৫৮ দশমিক ৮৮ শতাংশ। এছাড়া পেনশন খাতে ১৬ দশমিক ৪৫ শতাংশ, সাধারণ আনুষঙ্গিক খাতে ৯ দশমিক ৬৩ শতাংশ এবং শিক্ষা সহায়ক খাতে মাত্র ১২ দশমিক ৯৯ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

আয়ের উৎস : বাজেটে আয়ের উৎস হিসেবে দেখানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুদান ও নিজস্ব আয়। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) থেকে ৩৭১ কোটি ১৫ লাখ টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় থেকে ৩৯ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। এতে মোট (৩৭১.১৫+৩৯.০০) = ৪১০ কোটি ১৫ লাখ টাকা আয় ধরা হয়েছে। ফলে আগামী অর্থবছরে (৪২৫.৫০-৪১০.১৫)= ১৫ কোটি ৩৫ লাখ টাকার ঘাটতি বাজেট হবে বলে আপাতত ধারণা করা হচ্ছে। বাজেট অভিভাষণে সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতি, ভাষা, ধর্ম, অর্থনৈতিক অবস্থা, শারীরিক অসমর্থতা, সাংস্কৃতিক কিংবা কোনো সামাজিক বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষিত ও দক্ষ গবেষক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে হবে।